দৈনিক ইনকিলাব

04 MAR 1992

05 MAR 1992

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষানীতি

মাদ্রাসা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিবেদন এই যে, বিগত কয়েক বছর যাবত মাদ্রাসায় এবতেদায়ী হতে দাখিল অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত অদ্ভুদ সিলেবাস পাঠ্যসূচী করে কোমলমতি শিশুদের বিদ্যা শিক্ষার বিঘ্ন ঘটানো হচ্ছে। এই সব পাঠ্যসূচী সম্পর্কে বলতে হয়, কি করে এই মুস্তক সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করা হলো, কর্তৃপক্ষ শিক্ষা জীবনে এইরূপ পাঠ্যসূচী দেখেছেন কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় লেখা পড়া করে দীন ও দুনিয়ার উভয় শিক্ষাই লাভ করবে কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড তা দেবেন কি, পাশাপাশি স্কুল শিক্ষা বোর্ডের বইগুলো— "মাদ্রাসা বোর্ড কমিটিকে দেখার জন্য অনুরোধ করছি" বইগুলো কত সরল সহজ ব্যাকরণ ব্যবহার করছে, তা সকল ছাত্র-ছাত্রী হজম করার মত পাঠ্যসূচী হয়েছে, অপরদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যসূচী দেখলে বিপরীতমুখী মনে হয়। এমনকি বইগুলো প্রিন্টিং-এ কত যে ভুল রয়েছে তা কর্তৃপক্ষও দেখার প্রয়োজনবোধ করেননি। স্কুলে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস বই নেই সেখানে মাদ্রাসায় ইতিহাস বই যে অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করে পাঠ্যসূচী করেছেন— উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাসার ৪র্থ শ্রেণীর ইতিহাস তুলে ধরছি— ১ম পাতা, বিজ্ঞান পরিচিতি ৪র্থ শ্রেণী ১ম হতে ৪র্থ অধ্যায় ভূগোল পাঠ লেখা হয়েছে। ভূগোল বইটা ৪র্থ শ্রেণীর উপযুক্ত নহে।

এইরূপ মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিটি বইর নমুনা রয়েছে। স্কুল শিক্ষার সাথে মিল রেখে মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ সরল হওয়া উচিত ছিল, এমনি তো মাদ্রাসার ছাত্রদের স্কুল পাঠ্য ছাড়াও কোরান, আরবী, ফেকাহ্সহ অনেক পাঠ্যবই পড়তে হয় তদুপরি মাদ্রাসা বোর্ড পাঠ্য বইগুলোর বাক্য ব্যবহারে ভাষাকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, না শিক্ষাকে দুর্বোধ্য করেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেমেয়েরা পড়ার প্রতি কোন প্রান পায় না, স্বাধ পায় না তাই মাদ্রাসা পড়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কে বা কারা এই দুর্বোধ্য অবস্থায় ফেলেছেন। এমনকি মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও কোন আধুনিক ট্রেনিং নাই, যার ফলে শিক্ষকরা এহেন দুরবস্থা অনুভব করে।

অবশেষে আবেদন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঢেলে সাজিয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হোক।

—মোঃ আবুল বশীর।